| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ – সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
১১ জুন, ২০১৪

নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুরে তৃণমূল নেতাদের ব্যাপক দুর্নীতিতে কর্মী মহলে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর বাস স্ট্যান্ড চত্বরে বর্তমানে আই.এন.টি.টি.ইউ সি-র দাপট লাগাম ছাড়া। দু'হাতে তোলা আদায় চলছে প্রকাশ্যে। ম্যাজিক বা অটো রুটে নামাতে গেলেই ইউনিয়নের অনুমতির জন্য ১০,০০০ টাকা জমা দিতে হবে। ৮,০০০ টাকার কমে কোন মতেই নয়। ঐ বাস স্ট্যান্ড থেকে আগে গিরিয়া, সেকেন্দরা, মিঠিপুর, ভৈরবটোলা, মোমিনটোলা ইত্যাদি এলাকায় রিক্সা বা ঘোড়া গাড়িতে মানুষ যাতায়াত করতেন। সময় ও পয়সা দুটোই অতিরিক্ত ছিল। বর্তমানে ঐ এলাকায় ম্যাজিক ও অটো চালু হয়েছে। এর ফলে এলাকার মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে, পাশাপাশি পয়সাও কম লাগছে। কিন্তু অনেক গাড়ী চালক আই.এন.টি.টি.ইউ.সির চাপে ১০,০০০ টাকা না দিতে পারায় তাদের গাড়ী চলছে না। জঙ্গিপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আসা যাওয়ার জন্য একটা ম্যাজিক গাড়ী নিযুক্ত আছে। ঐ গাড়ীটি স্কুলের সময় ছাড়া অন্য সময় লাইনে যাত্রী পরিবহন করতে গেলে তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের লোকেরা বাধা দেয়। তারা জানায়, নির্ধারিত টাকা জমা না দিলে কোন গল্প নেই। স্ট্যান্ড থেকে কার গাড়ী চালু থাকবে বা বন্ধ হবে এর সবুজ সংকেত দেন তৃণমূল যুবা কংগ্রেসের জঙ্গিপুর মহকুমা সভাপতি পারভেজ আলম। তাঁর বড় পরিচয় তিনি আই.এন.টি.টি.ইউ.সির জঙ্গিপুর মহকুমা সভাপতি সেখ মহঃ ফুরকানের পুত্র। ফুরকান সাহেব এই পদের দায়িত্ব রাজ্য নেত্রী দোলা সেন দিয়েছেন বলে অনেক জায়গায় প্রচার করে

(৪ পাতায়)

ছিনতাইকারী ওয়ার্ডেনের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর পুর এলাকার যান জট প্রতিরোধে নিযুক্ত জনৈক ওয়ার্ডেন পিন্টু ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে টাকা ও মোবাইল ছিনতাই এবং মারধোরের অভিযোগে ওয়ারেন্ট জারি হয়েছে। খবর, গত ৩০ মে ভোর ৪টা নাগাদ পিন্টু ব্যানার্জী দলবল নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় থানা লাগোয়া তুলসীবিহার বাড়ীতে চড়াও হন। সেখানেগ্রাম থেকে আসা কয়েকজন সবজি উৎপাদকের ওপর হামলা চালান। তাদের মারধোর করে নগদ ১২০০ টাকা ও একটি মোবাইল ছিনতাই করেন, ম্যাটাডোরের কাঁচ ভেঙে দেন। একজন সবজি বিক্রিতাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভীষ্ম মণ্ডলসহ কয়েকজন ক্ষতিগ্রস্ত সবজি উৎপাদক রঘুনাথগঞ্জ থানায় পিন্টু ব্যানার্জীসহ কয়েকজনের নামে অভিযোগ জানান। তার প্রেক্ষিতে থানা কর্তৃপক্ষ পিন্টুসহ অন্যদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জয়ী করে। অভিযুক্তরা স্থানীয় ইয়ুথ ক্লাবের সভ্য বলে জানা যায়।

জাল নোট কারবারীদের সাজা

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুরের এ্যাডিঃ সেসন জজ ফার্ষ্ট ট্রাক সেকেন্ড কোর্ট সোমেশপ্রসাদ সিনহা গত ২৯ ও ৩০ মে দুই জাল নোট কারবারীকে দীর্ঘ মেয়াদি সাজা দেন। খবর, গত ১৯.৩.১৩ ধুলিয়ান ডাকবাংলো মোড়ে সামশেরগঞ্জ থানার বলবলপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিন সেখকে ১ লক্ষ টাকার জাল নোট সমেত স্থানীয় থানার ওসি হাতেনাতে ধরে ফেলেন। বিচারে তার ১০ বছর কারাবাস ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা,অনাদায়ে আরো ৫মাস হাজতবাস ধার্য্য হয়। একই অভিযোগে ফরাক্কা থানার বাগদাবাড়া গ্রামের স্বাধীন ঘোষের সাজা হয়। অভিযোগ – ৩০.৫.১৩ খোসালপুর ব্রীজের কাছে ২১০০০ টাকার জাল নোটসহ দুষ্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ৩০ মে বিচারে অপরাধীর ৫বছর হাজতবাস ও ৫হাজার টাকা জরিমানা ধার্য্য হয়। সরকারী পক্ষে এই মামলা পরিচালনা করেন এ্যাডভোকেট বামনদাস ব্যানার্জী।

গাছ উপরে পড়ে গিয়ে সদর রাস্তা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর শহরের মধ্যে হরিসভার বৃহৎ বটগাছটি সম্প্রতি ঝড়ে উপরে গিয়ে সদর রাস্তা অবরোধ করে দেয়। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের ভাড়া দেয়া ইলেকট্রিক সরঞ্জামের একটি দোকান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাছ কাটার খরচ খরচা নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হরিসভা মন্দির কমিটির বচসায়

(৪ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ডগ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪২০

ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যা ও সংকট

জীবন ও জীবিকার তাগিদে অনেক মানুষ এখানে আসিয়াছে, আসিতেছে। বহু মানুষের উপস্থিতিতে – অবস্থানে এই রঘুনাথগঞ্জ শহর এখন জমজমাট। ইহার ফলে জন-অধ্যুষিত এই শহরে শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সমস্যা নিত্য বাড়িয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাদের নিত্যকার নানাবিধ সমস্যা এবং সঙ্কট। বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে যে সমস্যা জ্বলন্ত প্রশ্নের আকারে জনমানসে দেখা দিয়াছে তাহা হইল শিক্ষার সমস্যা ; নাগরিকদের সন্তান সন্ততির স্কুল কলেজে ভর্ত্তির সমস্যা। মানুষের মৌলিক চাহিদা – শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান। শিক্ষা বোধ করি সবার উপরে। নাগরিকদের দাবি দাওয়া লইয়া মিছিল, আন্দোলন, পথসভা, কনভেনসন কত কি হইয়াছে, হইতেছে। কিন্তু নাগরিক প্রয়োজনীয়তা লইয়া নেতারাও নিশ্চুপ। অভাব যাহারা অনুভব করেন তাহারা জনান্তিকে সেই কথা লইয়া কানাকানি করেন মাত্র। কাজের কাজ করিতে পারেন না। দাবি লইয়া সংগঠিত, সোচ্চারিত হইতে পারেন না। নির্জন অরণ্যে বসিয়া রোদন করেন মাত্র। ভোট আসিলে শহরের পথ সরগরম হইয়া উঠে। এখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেমন আছেন, তেমনি আছেন শিক্ষাবিদ, শিক্ষাব্রতী, আছেন সমাজ সচেতন অভিভাবকবৃন্দও। জনভারাক্রান্ত শহর রঘুনাথগঞ্জের নাগরিকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ে তাহাদের ফি বছর ভর্ত্তির সমস্যা। এপারে অনেক কিছুই হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যে অভাবটি দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থানীয় জনগণ অনুভব করিতেছেন অথচ তাহার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। এপারে শিক্ষার প্রয়োজনে একটি ছেলেদের ও অপরটি মেয়েদের বিদ্যালয় আছে। ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্র-ছাত্রীর সেখানে স্থান সংকুলান সম্ভব হইতেছে না। বিদ্যালয় দুইটির বর্তমান পরিকাঠামোতে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্ত্তি লওয়া দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। স্থান অভাবের সঙ্গে আছে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব। প্রতি বছরই পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি বড় সমস্যা হইয়া উঠে। জনগণের দিক হইতে, রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক হইতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর ভর্ত্তির জন্য চাপ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। ভর্ত্তির পীড়াপীড়িতে ধর্মঘট, পিকেটিং ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাহাদের চাপে ভর্ত্তি লইলেও ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে বসিবার স্থান সংকুলান হয় না। প্রতিদিনই তাহাদের শ্রেণীকক্ষের বাহিরে বসিতে হয় অথবা কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ইহা ছাড়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সপ্তাহের ছয়দিন পূর্ণ সময় ক্লাস চালাইতে পারেন না। চাপ সৃষ্টি করিয়া হয়তো বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্ত্তি করানো যায়, কিন্তু তাহার ফলে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি এবং পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাহাতে নিশ্চয়ই কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। রঘুনাথগঞ্জে আরও দুইটি বিদ্যালয় – একটি ছেলেদের এবং অপরটি মেয়েদের অতি অপরিহার্য – সেই প্রয়োজনের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রণব মুখার্জীর মতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমাদের কেন্দ্র হইতে দু'দুইবার সাংসদ নির্বাচিত হইয়াও এলাকার মানুষের প্রাথমিক চাহিদা মিটাইতে আগ্রহী হইলেন না – ইহা পরিতাপের বিষয়। শহরের নাগরিক, অভিভাবক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবীরা কি এই অপরিহার্য বিষয়ে সোচ্চার হইতে পারেন না তাহাদের সন্তানদের সুস্থ শিক্ষা লাভের স্বার্থে।

শিক্ষকতার একাল সেকাল

অনুপ ঘোষাল

ভারতবর্ষে স্কুলকলেজিয় বিধি-মাফিক শিক্ষাব্যবস্থা খুব পুরনো নয়। এ ধরনের সার্টিফিকেটমুখী শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু হয়েছে মাত্র দু-শতক আগে। তখন মুলত গুরুকুল প্রথা বহাল ছিল। সেকালে জানা এবং জানানোটাই ছিঁল মুখ্য উদ্দেশ্য। ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। সেখানে রাজন্যপোষিত কিছু বিদ্যানিকেতন ছাড়া শিক্ষককুলের জন্য নিয়মিত বেতনাদির প্রশ্ন ছিল অলীক এবং অবান্তর। একটা আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে ধ্রুবতারার মতন অনুসরণ করাটাই ছিল মাস্টারমশাইদের মুল লক্ষ্য। সেই আদর্শ আর কিছু নয়, নিজের অধীত ও অর্জিত জ্ঞান ছাত্রপরম্পরায় সঞ্চারিত করা। পেশায় প্রীতি ছিল, ছাত্রদের শ্রদ্ধা আর প্রাণের আনন্দ। শিক্ষার্থীরা মাধুকরী থেকে যা সংগ্রহ করে আনত, তা থেকেই চলত সকলের আহার পোষাক এবং বাসস্থানের খরচ।

শ'দুয়েক বছর হল শিক্ষাদানের এই সাবেকি প্রথার দ্রুত বদল ঘটার শুরু। ইংরেজী শিক্ষার জন্যই মূলত, বিদেশী শাসক শ্রেণীর স্বার্থে, গড়ে উঠতে থাকল অনুদান প্রাপ্ত স্কুল। পরবর্তীকালে কলেজ এবং ধীরে ধীরে সমাজে গজিয়ে উঠল এক নতুন শ্রেণী। শিক্ষাদানে বংশ পরম্পরায় ব্রতী টোলপাঠশালার পণ্ডিতদের প্রতিস্থাপিত করে উন্মেষ ঘটল এই নতুন প্রজাতির -বেতনভোগী শিক্ষককুল। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও ব্যবস্থা হল শিক্ষাদানের পারিশ্রমিকের, অর্থাৎ শিক্ষার বিকিকিনির বন্দোবস্ত। আর সেই সময় থেকেই বাধ্যকতার কারণে শিক্ষকদের মানসিকতার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। বেতনভোগী কর্মচারীদের ফাঁকির প্রবণতা স্বাভাবিক। শিক্ষকরাই বা এই স্বাভাবিক প্রবণতার বাইরে থাকেন কী করে।

স্বাধীনতার পর বিগত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে শিক্ষকতার প্রশ্নে দ্রুত গুণগত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য

(পরের পাতায়)

বাবুগিরি কি ঝকমারি

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

যিনি খান ভাল, পরেন ভাল, রাতদিন ফ্যাসানে ও বিলাসে মত্ত থাকেন আমরা তাঁহাকেই বাবু বলি। যাঁহাদের দুপয়সার সংস্থান আছে তাঁহাদের বাবুগিরি বরং সাজে। কিন্তু পয়সা হীনের বাবুগিরি এক প্রকার ব্যাধি বলিলেই হয়। এই ব্যাধি এতই সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে, যে ইহা ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রকোপ বিস্তার করিয়াছে। ফলে দেশে আসল বাবুর অপেক্ষা নকল বাবুর সংখ্যাই অধিক হইয়াছে। দিনান্তে কায়ক্লেশে সঞ্চিত শক্তু মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া একটী পান মুখে দিয়া পোলাও কালিয়ার উদ্‌গার তোলা অনেকেরই স্বভাব সিদ্ধ হইয়াছে।

এই কৃত ব্যাধির জন্য লোকের অভাব এত বৃদ্ধি হইয়াছে, যে সে অভাব পূরণ করা অসম্ভব। পূর্ব্বে সাধারণ গৃহস্থেরা "মোটা ভাত মোটা কাপড়" পাইলেই সন্তোষলাভ করিত, এক্ষণে কেহই স্ব স্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। সকলেই গতানুগতিক। কাজেই কৃষকগণ চাষ কার্য্যকে হেয় জ্ঞান করিয়া কিসে বাবুর দলে মিশিবে, কিসে বাবু আখ্যা পাইবে, এই জন্য ব্যস্ত। স্বীয় পুত্রকে আর চাষ কাজ করিতে না দিয়া "যেমন তেমন চাকরী ঘি ভাত" বলিয়া গোলামীকে গৌরবের কার্য্য মনে করিয়া চাকরীর জন্য দ্বারে ফিরিতেছে।

শিল্পী ও কারিকরগণ আর কারখানায় কাজ শিখিতে নারাজ, কেননা তাহা হইলে হয় "মিস্ত্রী" না হয় 'কারিকর" বলিয়া ডাকিবে, কেহ বাবু বলিবে না। সেই জন্য চাকুরীকেই তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় জানিয়া ১০/১৫ টাকায় চাকুরীর জন্য লালায়িত।

বাঙ্গালীর এই বাবুগিরি ব্যাধিই দেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবের অন্যতম কারণ। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে ভাত ও কাপড় সর্ব্বপ্রধান। কৃষকগণের কৃষি কর্ম্মে ঔদাসীন্যে অন্নের অভাব হইয়াছে। আর বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায় সম্প্রদায়ের স্বীয় ব্যবসায়ে বীত শ্রদ্ধার জন্য বিদেশজাত বস্ত্র ভিন্ন আর আমাদের গত্যন্তর নাই।

বস্ত্রের অভাব জন্য যে কেবল তন্তুবায়গণ একাই দায়ী তাহা নহে। দেশীয় মোটা বস্ত্রের উপর সাধারণেরও বড় একটা রুচি নাই। বিদেশজাত সুন্দর সুন্দর বস্ত্র যেলিয়া স্বদেশী মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়া অসভ্যতার প্রশ্রয় দান যেন লোকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে।

যদিবা অভাবের তাড়নায় কর্ত্তাদের মোটা কাপড়ে আস্থা জন্মে, কিন্তু গিন্নিরা তাঁতির সুতী কাপড় দেখিলেই মুখ বাঁকান, কাজেই বাধ্য হইয়া স্বদেশী বস্ত্র বর্জ্জন কর্ত্তাদের Compulsory হইয়াছে।

এখন যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য বিদেশী মাল আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়াছে। বিদেশী দ্রব্যের

(৪ পাতায়)

শিক্ষকতার একাল সেকাল........(২ ম পাতার পর)

করা গেল। প্রথমে বেতন ছিল কম। সরকারী কর্মচারীদের মত বাঁহাতে রোজগারের সুযোগ ছিল না। অথচ উর্দ্ধমুখী বাজারদরকে সামাল দিতে খরচের দাপট বেড়ে চলেছে। মানুষের ধর্ম, যেভাবে হোক নিজের ন্যুনতম প্রয়োজনটুকু মিটিয়ে নেওয়া। সামাজিক অবক্ষয়ের সুযোগে – স্কুল কলেজে শিক্ষকতার বাইরে কেউ ব্যবসা, কেউ বা প্রাইভেট টিউশন ইত্যাদির মাধ্যমে রোজগার বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকলেন। কেউ কেউ নেমে পড়লেন রাজনীতিতে। শিক্ষকের আচরণ বিধিতে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত হওয়ার নিষেধাজ্ঞা না থাকাই সব পাটিই আগ্রহী শিক্ষকদের রাজনীতিতে সাদরে গ্রহণ করা। এবং আজ প্রভাবশালী রাজনীতিকদের মধ্যে একটা বড় অংশই শিক্ষক, যাঁদের মূল পেশা অর্থাৎ পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায় নেই। রাজনৈতিক দলগুলির ধারণা, এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক প্রভাব ভোটের কাজে লাগানো খুবই সম্ভব। আর শিক্ষকদের ধারণা, গায়ে লাল কিংবা সবুজ অথবা গেরুয়া রাজনীতির চাদর জড়িয়ে পড়ানোয় ফাঁকি মারাটাও মোটেই সম্ভব নয়। শিক্ষকদের একাংশ সুকৌশলে নিজেদের গায়ে রাজনৈতিক কর্মী এঁটে নিলেন। বলা বাহুল্য যাঁরা শিক্ষকতার সমান্ত রাল ব্যবসা বা টিউশনের মাধ্যমে বাড়তি রোজগারের ধান্দায় আছেন তাঁদের চেয়ে রাজনীতিতে নিযুক্ত এই নব্য নেতাদের রোগগার (যাকে আধুনিক বাংলায় বলে 'সাইড ইনকাম্) কিছু কম নয়। কারণ রাজনীতিতে অধুনা বিনা পুঁজির এক রমরমা ব্যবসা বলেই চিহ্নিত। ওই নেতারা স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষক সংগঠনের মাথায় চেপে বসে মূল্যবোধহীনতার বন্যা বইয়ে দিলেন। শিক্ষকতা শিকেয় তোলা থাকল।

তিন দশক আগেও শিক্ষক বলতে আধময়লা ধুতি ও কলারফাটা শার্ট পরিহিত শীর্ণ একটি টিপিক্যাল বাঙালী চেহারাই অনেক সময় আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত। 'মাষ্টার'-এর সঙ্গে সবচেয়ে চালু বিশেষণ ছিল 'গরিব'। পাত্র শিক্ষক শুনে মেয়ের বাবা সেকালে ঘটককে বলতেন, 'অ-মাষ্টার'। তবে যে শুনেছিলাম, ছেলে চাকরি করে' যে মুষ্টিমেয় মানুষ কেবলমাত্র শিক্ষকতার মাস মাইনের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন তাঁদের সত্যিই নুন আনতে পান্তা ফুরোত। বলা বাহুল্য, সেই দারিদ্র্য সুস্থ সমাজে কখনই বাঞ্ছিত ছিল না।

হঠাৎ সারা দেশে শিক্ষদের বেতন কাঠামো পুরো বদলে গেল। এরাজ্যেও বামফ্রন্ট সরকারের দাক্ষিণ্যে সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় আধাসরকারী শিক্ষকদের বেতনক্রম হয়ে উঠল ঈর্ষণীয়। বুনো রামনাথ তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করে খেয়ে ছাত্র পড়াতেন। তেমন অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। স্বাধীনতার পরেও কংগ্রেসি আমলে বিদ্যালয়গুলিতে মাসমাইনে নিয়মিত আসত না। বেতন কাঠামো কলেজে শিক্ষকদের পুরো বেতন মাস অন্তরে দেবার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেটা নিশ্চয় প্রশংসার যোগ্য। শিক্ষকগণ এতকাল পর তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারপর থেকেই মাস্টারমশাইদের মানসিকতার দ্রুত বদল ঘটতে থাকল। অস্ত্যর্থক নয়, নঞর্থক। শিক্ষকদের বেতন যখন কম ছিল তখন যে নিষ্ঠা তাঁদের মধ্যে দেখেছি, আজ মাইনে লাফ দিয়ে বেড়ে যাবার কল্যাণে আর্থসামাজিক ভিন্ন শ্রেণীতে উন্নীত হয়ে সেই শিক্ষক সমাজের পেশাগত নিষ্ঠার অবনতি ঘটেছে। মানুষ কাজের জন্য দাম বেশী পেলে সে কাজ তো আর ভাল ভাবে করবার চেষ্টা করবে, সেটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ঘটেছে তার বিপরীত। আজ শিক্ষকদের আর্থিক কৌলীন্যে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেড়েছে ঠিক, কিন্তু সেকালের শিক্ষকের তুলনায় তাঁরা শ্রদ্ধাটা হারিয়ে ফেলেছেন অনেকটাই।

(৪পাতায়)

ফার্স্ট বয়

শীলভদ্র সান্যাল

মাগো! আমায় পরীক্ষাতে বোল না ফার্স্ট হ'তে
ইস্কুলে সব ফার্ষ্ট বয়দের ভাল্লাগেনা মোটে !
যেমন ওদের হাঁটা-চলা, তেমনই উঁচু নাক
দেমাক দেখে কেমন আমার গায়েতে দেয় পাক !
এই ধরোনা, আমার ক্লাসে দেব জ্যোতি দাম
ভাবখানা তার, আমরা যেন সবাই হাঁদারাম !
স্যারের কথায় প্রত্যেকদিন ফার্স্ট বেঞ্চে বসে
গোমরা মুখে নোট নেয় আর শুধুই অঙ্ক কষে
কখনও বা খুলে বসে নেস্ফিল্ডের গ্রামার
বললে কথা, ভাল ক'রে কথাই বলে না মা!
আমরা যখন ভাগ ক'রে সব টিফিন খুলে খাই
দেবু তখন তিনতলাতে লাইব্রেরিতে যায়!
আমরা যখন মজা ক'রে খেলা করি মাঠে
কী জানি মা, তখন দেবুর কেমন সময় কাটে।
স্যাররা দেখি, হাত বুলিয়ে আদর করেন তাকে
ঘেঁষতে গেলে, দেখি সে তো দূরে দূরেই থাকে
ইস্কুলেতে আমরা সবাই এই তো সবে নাইন
এখন থেকেই ভাবে ও এক খুদে আইনস্টাইন !
কেউ বা নতুন ভর্তি হ'লে নজর ক'রে মাপে
কী টেনশন মা তার! বোধহয় পজিসনের চাপে!
এই তো সেদিন, ফার্স্ট না হ'তে পারায় রাখহরি
বাবার কাছে বকা খেয়ে দিলে গলায় দড়ি!
ফার্স্ট বয় কেউ হ'লে যদি এমন ধারা হয়
আমি তবে কখ্খোন মা হব না ফার্স্ট বয়।।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)
পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✦ জেলা মুর্শিদাবাদ ✦ পিন-৭৪২২২৫
ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

শিক্ষকতার একাল........ (৩ য় পাতার পর)

আমাদের যাঁরা পড়িয়েছেন, সেই সেকালের শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে বুকটা কেমন ভরে ওঠে, অথচ আমরা বর্তমান প্রজন্মের মাস্টারমশাইরা এখনকার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সেই শ্রদ্ধা অর্জন করতে ব্যর্থ হই কেন? সাচ্ছল্য কি সম্মান অর্জনের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে আমাদের ? জবাবটা খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষকদেরই।

জঙ্গিপুরে তৃণমূল.......... (১ ম পাতার পর)

আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ফুরকান। কংগ্রেস থেকে বার হয়ে আসা কয়েকজন যুবককে দলে টেনে এই ধরনের লুঠমারি চালাচ্ছেন পারভেজ। শাসক দলের প্রভাবে পুলিশও এখন তাদের হাতে। পিতা-পুত্রের এই ধরনের নগ্ন অর্থ রোজগারে দলের কর্মীরা ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। এই ঘটনার লিখিত প্রতিবাদও পাঠিয়েছেন তারা আই.এন.টি.টি.ইউ.সির জেলা সভাপতির কাছে বলে খবর। আরো খবর, সেখ মহঃ ফুরকান ও রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক সভাপতি চয়ন সিংহ রায়ের মধ্যস্থতায় পার্টি কর্মীদের উপেক্ষা করে রঘুনাথগঞ্জ জল ট্যাঙ্কিতে প্রায় ৬০ জন ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে এলাকার যানজট নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছু ওয়ার্ডেন নিয়োগ হয়েছে। সেখানেও ফুরকান-চয়নের লম্বা হাত কাজ করেছে। আই.সি.ডি.এস-এ কর্মী নিয়োগের নামের তালিকাও নাকি তারা তৈরী করছেন। সেখানেও দর কষাকষি শুরু হয়ে গেছে।

ফুরকানের ছেলে পারভেজ সহ কয়েকজনের প্রাইমারী শিক্ষকের পদে নিয়োগ নিয়ে নানা কথা এখন কর্মীদের মুখে মুখে। নেতাদের স্বজনপোষণ ও অসাধুতার প্রতিবাদে অনেকেই পার্টি অফিসে যাচ্ছেন না। শেষ খবরে জানা যায়, সুব্রত সাহার মন্ত্রীত্ব চলে যাবার আনন্দে সাগরদীঘিতে তৃণমূল কর্মীরা যেমন মিষ্টি বিতরণ করেন তেমনি জঙ্গিপুরে তৃণমূলের পুরোনো কমিটির ক্ষমতা খর্ব হলে সেখ মহঃ ফুরকান ক্ষমতাচ্যুত হবেন সেই আশায় দিন গুণছেন এলাকার পার্টি কর্মী ও সমর্থকরা।

গাছ উপরে সদর...........(১ ম পাতার পর)

গাছটি অক্ষত অবস্থায় কয়েকদিন রাস্তার উপর পড়ে থাকে। পরে দু'পক্ষের সমঝোতায় কাটার কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে ভাগীরথী নদীর ধার বরাবর কলেজের গা ঘেঁষে রাস্তা দিয়ে চলাচল চালু থাকলেও যান জট লেগেই আছে।

বাবুগিরি কি................ (২ য় পাতার পর)

দর আগুন। যদি ঠেকিয়া লোকের আক্কেল হয়।

'নাই মামা চেয়ে কানা মামা ভাল' বিবেচনায় বিদেশী মোটা মালের উপর শ্রদ্ধা জন্মে তবেই মঙ্গল। নচেৎ আসল বাবুর সহিত পাল্লা দিতে গিয়া নকল বাবুদের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিবে।

আর যদি দেশীয় কৃষি ও শিল্পের প্রতি একটু আস্থা স্থাপন করিয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়েই সন্তোষলাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের কিসের দুখ ?

প্রকাশকাল – ১৩২৩

জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে আমাকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য জঙ্গিপুর লোকসভার সকল নাগরিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিনীত
অভিজিত মুখার্জী
সাংসদ, জঙ্গিপুর লোকসভা

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।